সূরা আন-নাজম –

রুহের আসমান ভ্রমণের রহস্য

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

সূরা আন-নাজম – রুহের আসমান ভ্রমণের রহস্য

ভূমিকা:

রাত তখন গভীর, সব মানুষের চোখ heavy হয়ে আসছে, ঘরের বাতাস ভারী, আর পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে নিজের আওয়াজ ভুলে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ, কারও রুহ নিজের অজান্তেই শরীর থেকে আলাদা হতে শুরু করে… এবং উপরের দিকে গেলে যে দৃশ্য দেখা যায়, তা আজও পৃথিবীর কেউ পুরোপুরি ভাষায় বর্ণনা করতে পারেনি। সূরা আন-নাজম যে রহস্য প্রকাশ করেছে, তা শুধু একটি ঐশী ঘটনা নয়—এটি এমন এক আসমানি যাত্রার মানচিত্র যাকে বুঝে নিতে পারলে মানুষের দুনিয়া, মৃত্যু, নিয়তি এবং রুহ সম্পর্কে ধারণা পুরোই বদলে যায়। আজ আমরা সেই অদেখা, ভয়ংকর, শান্ত, কাঁপানো, কিন্তু নূরে ভরা যাত্রার গল্প শুনবো। এবং এই গল্প শেষ হলে আপনি আর আগের মানুষ থাকবেন না।

উপস্থাপক পরিচিতি

আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, একজন আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল, বহু বছর ধরে রুহানিয়াত এবং কুরআনের গভীর অলৌকিক ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা করছি। আজকের গল্পটি শুধু জ্ঞান নয়, বরং সেই দরজা—যেখানে রুহ একবার দাঁড়ালে আর পৃথিবীর কোলাহল তাকে গ্রাস করতে পারে না।

অধ্যায় ১: নাজমের আলো যখন রুহকে ডেকে নেয়

সেই রাতে আকাশে অসংখ্য তারা ছিল, কিন্তু একটি তারা অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে জ্বলছিল, যেন তাকে ঘিরে ছিল এক ধরণের রহস্যময় সাদা ধোঁয়া। গল্পের চরিত্র—এক সাধারণ মানুষ, নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই—হঠাৎ গভীর ঘুমের মাঝে অনুভব করল যেন তার বুকে অদ্ভুত টান পড়ছে। শরীর নিস্তেজ, কিন্তু মন যেন হাওয়ার পাখায় চেপে ওপরে উঠছে। তখনই তিনি অনুভব করলেন এক অদৃশ্য ডাক—যেন কেউ বলছে, "চল, নাজমের আলো অনুসরণ কর।" সূরা আন-নাজমের প্রথম আয়াতের মতো, তারার পতন যেমন রহস্যময়, ঠিক তেমনই তার রুহ আলোর পথ ধরে ওপরে উঠতে শুরু করল, এবং প্রথমবার স্বচক্ষে দেখল—শরীর আর রুহের বিচ্ছিন্নতা কতটা শান্ত ও কতটা ভয়ংকর হতে পারে একইসাথে।

অধ্যায় ২: সিদরাতুল মুনতাহার দিকে যাত্রা—যেখানে জ্ঞানের শেষ সীমা

রুহ যত ওপরে উঠছিল, ততই পৃথিবী ছোট হয়ে যাচ্ছিল, শব্দ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল এবং চারপাশ শুধুই আলোর পাতলা পর্দায় ঢেকে যাচ্ছিল। একসময় সেই রুহ দেখল এক বিস্ময়কর বিশাল নূরী পর্দা, যেটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। সেটাই ছিল আসমানের সেই সীমা, যাকে সূরা আন-নাজমে বলা হয়েছে—সিদরাতুল মুনতাহা, এমন এক জায়গা যেখানে ফেরেশতাদের জ্ঞানও থেমে যায়, আর যেখানে পৌঁছানো মানে মানুষের নিয়তির গভীরতম স্তর উন্মোচন হওয়া। রুহ এগোতে চাইছিল, কিন্তু অনুভব করছিল অসহ্য চাপ—যেন এই নূরী জগতের ভার তাকে পিষে ফেলার ক্ষমতা রাখে। তবুও সে থামল না, কারণ নূরের টান তাকে অব্যর্থভাবে সামনে নিয়ে যাচ্ছিল।

অধ্যায় ৩: জিবরাঈল (আ.)-এর নূরী ছায়া—রুহ কখনো একা চলে না

হঠাৎ রুহ তাকিয়ে দেখল এক বিশাল ছায়ামূর্তি, কিন্তু এটি কোনো অন্ধকার ছায়া নয়—বরং নূরের ছায়া। শব্দ নেই, মুখ নেই, তবে এমন উপস্থিতি যে রুহ নিজেই কাঁপতে শুরু করল। সূরা আন-নাজমে নবীজি (সা.)-এর সামনে জিবরাঈলের প্রকৃত রূপ দেখানোর মতোই এই রুহও বুঝতে পারল যে আসমানের পথে কাউকে একা চলতে দেওয়া হয় না। এই নূরী উপস্থিতি ইঙ্গিত দিল—"ভয় পেয়ো না, আল্লাহ যার রুহকে ডাকেন, তার জন্য পথের ফেরেশতারা প্রস্তুত থাকে।" এই মুহূর্তে রুহ জীবনের প্রথমবার বুঝল, আসমান শুধু আলো নয়, বরং নিয়ম, দায়িত্ব ও পাহারায় ভরা এক স্বতন্ত্র জগত।

অধ্যায় ৪: লওহে মাহফুজের অদেখা দরজার সামনে থমকে দাঁড়ানো

রুহ সামনে এগোতেই দেখল এক বিশাল দরজা, দরজাটি পুরোপুরি নূরের তৈরি হলেও তার ভিতর থেকে আসছে ঠান্ডা, গভীর, কাঁপানো এক ধরণের রহস্যময় হাওয়া। দরজার গায়ে লেখা "আল-মালাফ"—যে জগতের কথা মানুষ কেবল শুনে কিন্তু কখনো দেখতে পারে না। সূরা আন-নাজমে যে সত্যের ভার বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা এখানে স্পষ্ট—এই দরজা এমন সব রহস্য ধারণ করে, যেখানে মানুষের আত্মা, নিয়তি, মৃত্যু, পুনরুত্থান, সবকিছুর নকশা খোদাই করা আছে। রুহ কাছে গেলেই অনুভব হলো—এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে আবার দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এটা ইঙ্গিত যে, প্রত্যেক রুহ সবকিছু দেখতে পায় না, কিন্তু যা দেখে তার জন্য নিজের দুনিয়ার ধারা পাল্টে যায় চিরতরে।

অধ্যায় ৫: অদৃশ্য শব্দ—রুহের কান যে আওয়াজ শুনে পৃথিবী বুঝতে পারে না

হঠাৎ চারপাশে এমন কিছু শব্দ শোনা গেল যা মানুষের ভাষায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এগুলো শব্দ নয়, কিন্তু আওয়াজ; ভাষা নয়, কিন্তু অর্থ; যারা আসমানের গভীরে থাকে তাদের কান্না, হাসি, বিস্ময়, প্রশ্ন—সবকিছু একসঙ্গে রুহকে স্পর্শ করতে লাগল। সূরা আন-নাজমে বলা হয়েছে, "হৃদয় যা দেখেছে, তা অস্বীকার করেনি।" রুহও অস্বীকার করতে পারল না—এই শব্দগুলো তার আধ্যাত্মিক প্রোগ্রাম খুলে দিচ্ছে। সে শুনল পতনশীল তারার ব্যথা, শুনল ফেরেশতাদের নীরব সিজদা, শুনল এমন জাতির আওয়াজ যারা মানুষ নয়, জিনও নয়, বরং আরেক অদ্ভুত সৃষ্টিজগত। শব্দগুলো রুহকে ভয় পাইয়ে দিলেও সে জানতো—এগুলো দেখা মানে নির্বাচিত হওয়া।

অধ্যায় ৬: আসমানের পাতাহীন বই—মানুষের জীবন ঘুরে দেখার আয়না

রুহ সামনে গিয়ে দেখল এক আলো-দোলানো বই, যার কোনো পাতা নেই, কিন্তু তবুও দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রতিটি স্তর খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। তাতে যেন তার নিজের জীবন, নিজের অতীত ভুল, ক্ষতি, কান্না, পথভ্রষ্টতা একটার পর একটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সূরা আন-নাজম শেখায়—মানুষের সামনে সত্য যখন প্রকাশ পায়, তখন সে তার অবস্থান বুঝে ফেলে। সেই রুহ নিজের জীবনকে এমনভাবে দেখতে লাগল যেন সে কখনো তা জানতোই না। প্রতিটি ভুল, প্রতিটি সৎ কাজ, প্রতিটি পাপ—সব আলোর পর্দায় ভেসে উঠল। রুহ বুঝল—মানুষ কোনোদিন আল্লাহর চোখ এড়িয়ে কিছুই করতে পারে না।

অধ্যায় ৭: পৃথিবীর মানুষের জীবনে রুহের ভ্রমণের সত্যিকারের লক্ষণ

গল্পের রুহ যখন এসব দেখছিল, তখন পৃথিবীর মানুষ অনেক সময় যে অভিজ্ঞতাগুলো করে, সেগুলোর অর্থও উন্মোচিত হচ্ছিল। যেমন ঘুমের মধ্যে শরীর অবশ হয়ে যাওয়া, যেন কেউ টেনে নিচ্ছে বা উঠিয়ে নিচ্ছে; বা পতন অনুভব করে শরীরে ফিরে আসা; অথবা হঠাৎ স্বচ্ছ-স্বপ্ন দেখা যেখানে মানুষ নিজেকে আকাশে ভাসতে দেখে। এগুলো রুহের প্রাথমিক যাত্রার চিহ্ন। রুহ ও শরীরের সংযোগ যখন নরম হয়, তখনই এসব অভিজ্ঞতা ঘটে। আর যারা নিজের রুহকে পবিত্র করে, তারা এই যাত্রা আরও গভীরভাবে করতে পারে। রুহ বুঝল—মানুষের রাতের অভিজ্ঞতা আসলে তার রুহের আসমান-সংলগ্ন ইশারা।

অধ্যায় ৮: সূরা আন-নাজম ভিত্তিক পূর্ণ সাধনা—রুহ উত্তোলনের নাজম-তরিকা

এ অধ্যায়ে সেই লুকানো সাধনাটি রয়েছে যা গল্পের রুহও অর্জন করেছিল। এই সাধনা খুবই নির্দোষ, নিরাপদ এবং আলোর শক্তি আহরণের উপযোগী।
সময়: রাত ৩টা ১২ মিনিট থেকে ৩টা ৩০ মিনিট।
স্থান: নীরব ঘর।
নিয়ম:
রুহের শান্তি আনার জন্য প্রথমে ১১ বার গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে মনে বলবেন: "ইলা নূরিন নাজম।" এরপর ২১ বার ধীরে পড়বেন: "ওয়ান-নাজমি ইযা হাওয়া"। তারপর দু'হাত বুকের ওপর রেখে কল্পনা করবেন নাজমের আলো মাথার ঠিক উপরে নেমে এসেছে এবং আপনাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিচ্ছে। এই অবস্থায় দুই মিনিট সম্পূর্ণ নীরব থাকবেন। তারপর ধীরে ধীরে পড়ে বলবেন: "হাদানা রাব্বিনা ইলা সামা-র রুহ।"
এটি ৭ রাত করলে রুহের প্রথম নূরী দরজা নিজে থেকেই খুলে যায়। এটি গল্পে বর্ণিত রুহের আসমান ভ্রমণের মূল চাবি।

অধ্যায় ৯: ফেরেশতাদের নূরী প্রহরা—রুহকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার শক্তি

গল্পের রুহ আকাশে গভীরে যাওয়ার সময় দেখল—তার চারপাশে অসংখ্য নূরী আকৃতি দাঁড়িয়ে আছে। এরা ফেরেশতা, কিন্তু এমন রূপে যাদের উপস্থিতি ভয় জাগায় আবার শান্তিও দেয়। সূরা আন-নাজমে বর্ণিত হয়েছে—"সিদরাতুল মুনতাহার কাছে বহু ফেরেশতা ছিল।" এই ফেরেশতারা রুহকে পাহারা দেয়, কারণ আসমান এমন এক জগত যেখানে ভুল করলে রুহ দিশাহারা হয়ে যেতে পারে। তারা এক নিঃশব্দ বৃত্ত তৈরি করে রুহকে পথ দেখায়। তাদের উপস্থিতি রুহকে শেখায়—দুনিয়া থেকে আসমান পর্যন্ত প্রতিটি যাত্রা আল্লাহর পাহারায় থাকে।

অধ্যায় ১০: ফিরে আসা—যখন রুহ দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করে ফেলে

শেষে রুহ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখল—এই গ্রহ কত ছোট, কত অস্থায়ী, আর কত বেশি ব্যস্ততার ভিড়ে হারিয়ে থাকা। আসমানের সত্য দেখার পর রুহের মনে হলো—যে দুনিয়াকে এত গুরুত্ব দিয়ে আমরা দিন কাটাই, তার মূল্য আসমানের এক বিন্দু নূরেরও সমান নয়। সূরা আন-নাজমের শিক্ষা রুহের মনে পুড়ে গেল—"মানুষ সঠিক পথে থাকে তখনই, যখন সে বুঝে ফেলে তার সীমা কোথায়।" রুহ ধীরে ধীরে শরীরে ফিরে এল, চোখ খুলল, এবং অনুভব করল যেন তার ভিতর এক নতুন জন্ম শুরু হয়েছে। গল্প শেষ, কিন্তু মানুষের নিজস্ব রুহের যাত্রা এখান থেকেই শুরু হবে।

উপসংহার

সূরা আন-নাজম শুধু একটি ঐতিহাসিক আসমানি ঘটনা নয়, বরং প্রতিটি রুহের জন্য গোপন মানচিত্র। যদি মানুষ তার রুহকে পবিত্র করে, শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে, নূরে সংযুক্ত হয়— তাহলে তার ভিতরেও খুলে যাবে সেই দরজা যা গল্পের রুহ দেখে এসেছে। প্রতিটি ভয়, দুশ্চিন্তা, অহংকার তখন গলে যাবে নূরের সামনে।

১২টি সূরা আন-নাজম ভিত্তিক মেগাক্লাস টপিক

(সবই সম্পূর্ণভাবে এই সূরা ও রুহ-ভ্রমণের রহস্য কেন্দ্রিক)

1. নাজমীয় রুহ উত্তোলন তরিকায়াত

2. সিদরাতুল মুনতাহা Unlock – রুহের সীমা উন্মোচন

3. জিবরাঈলিক নূর সংযোগ তরিকাহ

4. নাজম ফ্রিকোয়েন্সি জিকির – রুহ শক্তি জাগরণ

5. আসমানি শব্দ শ্রবণ ক্ষমতা Activation

6. লওহে মাহফুজ দর্শনের পূর্ব-প্রস্তুতি

7. রুহ ভ্রমণের সাত স্তর

8. পতনশীল নাজম শক্তি আহরণ প্রোগ্রাম

9. ফেরেশতা প্রহরার নূরী সংযোগ

10. নাজমীয় স্বচ্ছ-স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ

11. রুহে নাজম লাইট কোড সংযোজন

12. আসমানি যাত্রার নূর-মানচিত্র ডিকোড ক্লাস

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223

বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732